কুরআনের সাথে
নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল

সবুজপত্র

CamScanner

কুরআনের সাথে

নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

QSNMSM-F-1

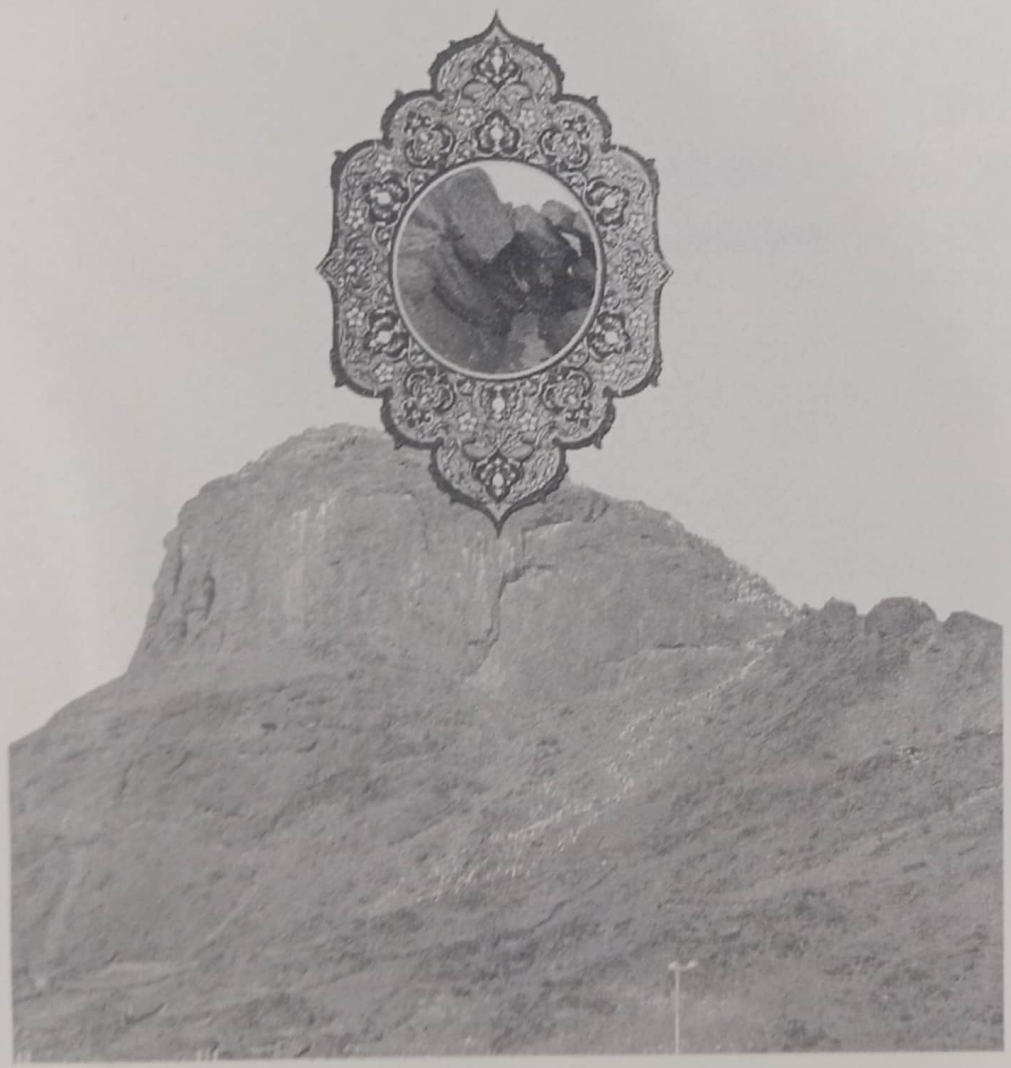

REDMI 12

CamScanner

কুরআনের সাথে
নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল
চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

REDMI 12
22/
CamScanner

কুরআনের সাথে নবী মুহাম্মাদ ﷺ
হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল

সবুজপত্র

[SP-ID 99-25]

প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭, মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৪
website: www.sobujpatro.com

স্বত্ব: সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: এইচ. এম. আব্দুল্লাহ আল-মামুন

মূল্য: ১১০ (একশত দশ) টাকা মাত্র

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقُرْآن

تأليف: حبيب الله محمد إقبال

الناشر: مكتبة سبوز باترو، داكا، بنغلاديش

The Prophet Muhammad
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam) with the Quran
by Habibullah Muhammad Iqbal
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT 110 (One Hundred Ten) only.

ISBN: 978-984-541-000-7

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য কুরআনকে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুপম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

জাবালে নূরের হেরা গুহায় মহান আল্লাহর সম্মানিত দূত ফেরেশ্‌তা জিব্রীল আমিন এলেন মহানবীর কাছে। আখেরী নবীর রিসালাত প্রকাশ পেল মানবজাতির সামনে। শুরু হলো, লাওহে মাহফুয থেকে মহিমান্বিত কুরআনের অবতরণ। সেই থেকে কুরআনের সাথে রাসূলুল্লাহর সম্পর্কেরও সূচনা। কুরআনের পরিপূর্ণ রুপায়নই নবী মুহাম্মাদের জীবন-সৌন্দর্য। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাষায়- "তাঁর চরিত্র হলো আল-কুরআন।"

মহান আল্লাহ বিশেষ কৃপায় মহানবীর হৃদয়ে কুরআন বসিয়ে দিতেন আর তিনি তা মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতেন, নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। তিলাওয়াত করতেন তারতিলের সাথে সুমধুর কণ্ঠে, কখনো তিলাওয়াতের মাঝে ক্রন্দন করতেন, অন্যের কাছ থেকে শুনতেন গভীর আগ্রহে। কঠোর-কঠিন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অপেক্ষা করতেন কালামুল্লাহ'র মাধ্যমে আসমানী ফায়সালার জন্য।

দেশের খ্যাতিমান ইসলামী শিক্ষা মিশন 'আনযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রিয় সুহৃদ হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল অত্র গ্রন্থটি পরম যত্নে সাজিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, কুরআন-প্রেমী মুসলিম সমাজ যেনো নবীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে। আমরা আশা করি, লেখকের শ্রম সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ!

পরিশেষে, মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, কুরআনের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দিন, পরকালে কুরআনকে আমাদের জন্য শাফাআতকারী হিসেবে গণ্য করুন।" আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
helalrk@gmail.com

REDMI 12
22/04/2026 16:C
CamScanner

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اتَّخَذَ الْقُرْآنَ سَبِيْلًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْد.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে আখিরাতের মুক্তির পথ দেখাতে। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে তিনি দিয়েছেন কুরআন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٩٢ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ۝١٩٣ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝١٩٥﴾

"নিশ্চয়ই এই কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। 'রূহুল আমীন' (তথা বিশ্বস্ত আত্মা- জিবরাঈল) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন; আপনার অন্তরে; যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। (আর তা অবতীর্ণ হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

﴿الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾

"আলিম-লাম-রা! আমি আপনার প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারেন; মহাপরাক্রমশালী ও সর্ব-প্রশংসিত আল্লাহর রাস্তায় পরিচালিত করতে পারেন।"[২]

---

১. সূরা শুয়ারা-১৯২-৯৫।

২. সূরা ১৪; ইবরাহীম ১।

REDMI 12
22/04
CamScanner

কুরআন মানব জাতির জন্য একটি আলোকিত পথপ্রদর্শক, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন, ধর্ম, নৈতিকতা,শাসন, অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

"নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন এক পথের দিশা দেয়, যা সবচেয়ে সরল-সঠিক।"[১]

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনটাই হলো আল-কুরআন। তাঁর জীবনের পরতে পরতে রয়েছে কুরআনের শিক্ষা, নির্দেশ ও কুরআনী চরিত্রের বাস্তব চিত্র।

সা'দ ইবনু হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি হাদীসে এসেছে,

قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ.

অর্থাৎ, (সা'দ ইবনু হিশাম বলেন,) আমি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন পাঠ করো না? (সা'দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব চরিত্র ছিলো কুরআন।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

১. সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৯।
২. সহীহ মুসলিম: ৭৪৬।

অর্থাৎ, হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র ছিলো কুরআন।[১]

সেজন্য কুরআনের সাথে তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পৃক্ত। কুরআনের কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ নবী, এই কুরআন দিয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ সমাজ তৈরি করেছিলেন। কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরআন ছাড়া তাঁর জীবনকে চিন্তা করা যায় না। কুরআনের সাথে তাঁর ছিলো নিবিড় সম্পর্ক। কুরআনের সাথে রাসূলের মু'আমালাত, সম্পর্ক কেমন ছিলো, অত্র পুস্তিকায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
habibullahmuhammadiqbal@gmail.com

১. মুসনাদ আহমাদ: ২৫৮১৩।

CamScanner

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম তাঁর উপর কুরআন নাযিল-জনিত কষ্ট ও ক্লান্তি সহ্য করতেন	১৫
২.	কুরআনকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন	১৮
৩.	তিনি তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন	১৯
৪.	তিনি সু-মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন	২১
৫.	তিনি অন্যদেরকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন	২২
৬.	তিনি অন্যদের থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন	২৪
৭.	তিনি রামাদান মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন	২৬
৮.	তিনি সাহাবীদেরকে কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতেন	২৭
৯.	তিনি নিজেই কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন	২৯
১০.	তিনি কুরআনের আমল ও ইলম শিক্ষা দিতেন	৩০
১১.	তিনি কুরআনের অধিক পারদর্শীদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন	৩১
১২.	তিনি সর্বাবস্থায় সকল কাজে কুরআনকেই অনুসরণ করতেন	৩২
১৩.	তিনি তাঁর আচরণকে কুরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতেন	৩৩
১৪.	তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দিতেন	৩৪
১৫.	তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনে 'জ্বিন'রা ইসলাম কবুল করেছিলো	৩৬
১৬.	তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন বুঝে-শুনে, উপলব্ধি করে করে	৩৮
১৭.	তিনি তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করতেন	৪০
১৮.	তিনি কুরআন দ্বারা ফায়সালা করতেন	৪২
১৯.	তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কুরআনী ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতেন	৪৩
২০.	তিনি কখনো উচ্চৈঃস্বরে আবার কখনো নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন	৪৪
২১.	তিনি সালাতে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন	৪৫

REDMI 12
22/04/2026
CamScanner

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা
২২.	তিনি সালাতে কখনো সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াতও করতেন	৪৬
২৩.	তিনি সালাতে তিলাওয়াতরত অবস্থায় কাঁদতেন	৪৭
২৪.	তিনি আল্লাহর কিতাবের আমল করার ওসীয়াত করতেন	৪৯
২৫.	তিনি তিলাওয়াতকারীর অগোচরে তার তিলাওয়াত শুনতেন	৫১
২৬.	তিনি রাতে শয়নের আগে সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়তেন	৫২
২৭.	তিনি রাতে সূরা আল-বাক্বারা'র শেষ দুটি আয়াত পড়তেন	৫৩
২৮.	বিশিষ্ট ক্বারীদেরকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতেন	৫৪
২৯.	তিনি কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়ে বাড়িঘর চিনতেন	৫৫
৩০.	তিনি প্রতিদিন সূরা মূলক ও সাজদাহ পড়তেন	৫৬
৩১.	তিনি কুরআনের দাওর করতেন	৫৭
৩২.	তিনি দাঁড়ানো ও বসা সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন	৫৮
৩৩.	তিনি তিলাওয়াতের শুরুতে أَعُوْذُ بِاللهِ পড়তেন	৫৯
৩৪.	রাসূলুল্লাহ উষ্ট্রের উপর (বাহনে) বসেও তিলাওয়াত করতেন	৬০
৩৫.	তিনি কুরআনের মাধ্যমে অন্তরের ফায়দা হাসিল করার জন্য দু'আ করতেন	৬১
৩৬.	তিনি নিজ ঘরে তিলাওয়াত করতেন	৬২
৩৭.	তিনি একটি হিযব (অংশ) প্রতিদিন তিলাওয়াত করতেন	৬৩
৩৮.	সাহাবীদের তিলাওয়াত শুনে তিনি প্রশংসা করতেন	৬৫
৩৯.	সাহাবীর তিলাওয়াত শুনে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন	৬৬
৪০.	তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন	৬৭
৪১.	কয়েকটি সূরার প্রভাবে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন	৬৮
৪২.	তিনি কুরআন হিফ্য করার মাধ্যমে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন	৬৯
৪৩.	তিনি কুরআন সংরক্ষণ ও স্মরণ রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন	৭০
৪৪.	তিনি কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন	৭১
৪৫.	তিনি আয়াতুল কুরসী পাঠ করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন	৭২
৪৬.	তিনি কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন	৭৩
৪৭.	তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও হিফ্যের মাধ্যমে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন	৭৪
৪৮.	তিনি কুরআন শিক্ষাদানকারীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন	৭৫
৪৯.	তিনি কুরআনকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন	৭৬
৫০.	কুরআন তিলাওয়াত করে তিনি কাফিরদের মন আকৃষ্ট করতেন	৭৭
৫১.	খুতবায় তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতেন	৭৯
৫২.	তিনি সূরা আল-বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান পড়ার ওসীয়াত করেছেন	৮০
৫৩.	তিনি ঘুম থেকে উঠে সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন	৮১
৫৪.	তিনি সূরা কাফিরূন পড়ার ওসীয়াত করেছেন	৮২
৫৫.	কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয় তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ দ্বিগুণ সাওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন	৮৩
৫৬.	তিনি কুরআনের মাধ্যমে জাতির সামগ্রিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন	৮৪
৫৭.	তিনি মধুর সুরে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন	৮৫
৫৮.	তিনি সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন	৮৬
৫৯.	তিনি কুরআনের মজলিসে সমবেত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন	৮৭
৬০.	তিনি কিয়ামাতের দিন কুরআনের পক্ষে সাক্ষী হবেন	৮৮

***

REDMI 12

22/04/2026 16:05

CamScanner

কুরআনের সাথে
নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

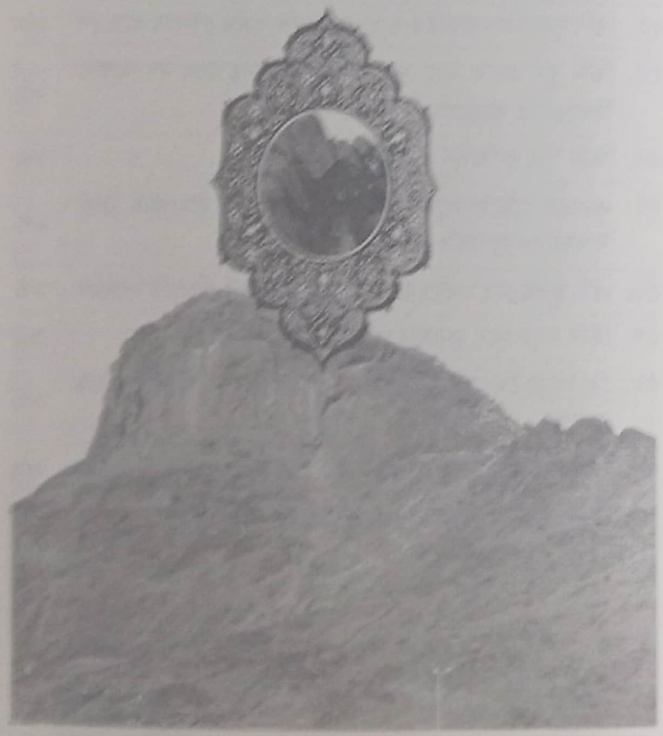

[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর কুরআন নাযিল-জনিত কষ্ট ও ক্লান্তি সহ্য করতেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন তথা ওহীকে قَوْلٌ ثَقِيلٌ তথা 'ভারী কথা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾

"নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর অচিরেই নাযিল করব এক গুরুভার (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী।"[১]

ওহী নাযিলের সময়টুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের জন্য ছিলো কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর। এ সময় তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত, তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘামতেন, আর তাঁর ওজন এতটাই বেড়ে যেত যে তিনি বাহনের উপর থাকলে সেই বাহন মাটিতে বসে পড়তো।

সর্বপ্রথম হেরা গুহায় তাঁর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছিলো, সে ঘটনার বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

...حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ. قَالَ «مَا أَنَا بِقَارِئٍ». قَالَ «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝﴾. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ

১. সূরা ৭৩: মুযযাম্মিল ৫।

فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

"... এমনিভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, পড়ুন'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না'। তিনি বলেন, তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমিতো পড়তে পারি না'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।"[১]

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিলো। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছি'। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আল্লাহর কসম! কক্ষনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার

১. সূরা ৯৬; আল-আলাক ১-৩।

করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'[১]

কুরআন নাযিলের সময়কালীন কষ্ট ও পরিশ্রমের বর্ণনায় অন্য এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا

অর্থাৎ, প্রচণ্ড শীতের দিনেও আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহর ওপর ওহী নাযিল হবার সময় তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে ঝরে পড়তো।[২]

***

১. সহীহ বুখারী: ৩।
২. সহীহ বুখারী: ৩।

[২]

কুরআনকে ﷺ তাঁর হৃদয়ে স্থাপনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই জিব্রীল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন এবং এটা তার জন্য খুব কঠিন হত। আর এ অবস্থা সহজেই অন্যরা আঁচ করতে পারত। তখন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝﴾

"হে নবী! তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এ মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি সে পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।"[১]

সুতরাং, যখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম পাঠ করেন আপনি তার অনুসরণ করুন। এরপর থেকে যখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম বলে যেতেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকতেন। যখন তিনি চলে যেতেন, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতে পারতেন।[২]

অর্থাৎ, এভাবেই আল্লাহ তাআলা কুরআনকে তার নবীর হৃদয়ে বসিয়ে দিতেন।

***

১. সূরা ৭৫; আল-ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯।
২. সহীহ বুখারী: ৫০৪৪।

[৩]

তিনি ﷺ তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহভাবে, তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ বিষয়ে কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

অর্থাৎ, (কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বিরাআত কেমন ছিলো? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি মাদ্দ-এর সাথে তিলাওয়াত করতেন। এরপর তিনি ﴿بِسْمِ اللهِ، الرَّحْمٰنِ، الرَّحِيمِ﴾ তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ পড়ার সময় 'মাদ্দ' তথা লম্বা করে পড়তেন।[১]

অপর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ﴾، ثُمَّ يَقِفُ، ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

১. সহীহ বুখারী: ৪৬৭৭।

অর্থাৎ, উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদা আলাদা করে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে, থেমে থেমে কিরাআত পড়তেন। তিনি পড়তেন, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ এরপর থামতেন। ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾, এরপরে থামতেন। তারপর তিনি পড়তেন ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾।"[১]

ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক আয়াত ধরে ধরে তিলাওয়াত করতেন।'

***

১. সুনান আত-তিরমিযী: ২৯২৭।

[৪]

তিনি ﷺ সু-মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সু-মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যা অন্যেদেরকে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করতো। হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

বারা' ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এশার নামাযে সূরা ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ পড়তে শুনেছি। আর, আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীর সুললিত কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত শোনার প্রতি যত বেশি মনোযোগী হন, আর কোনো কিছু শোনার প্রতি তিনি এর চেয়ে বেশি মনোযোগী হন না।"[২]

***

১. সহীহ বুখারী: ৭৬৯, সহীহ মুসলিম: ৪৬৪।
২. সহীহ বুখারী: ৫০২৪; সহীহ মুসলিম: ৭৯২।

REDMI 12
CamScanner

[৫]

তিনি ﷺ অন্যদেরকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের যে মহান মিশন নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলো কুরআনের তিলাওয়াত অন্যদেরকে শুনানো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলো।"[১]

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ». قَالَ أُبَيٌّ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَّاكَ لِي». فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ...﴾

১. সূরা ৩; আলে ইমরান ১৬৪।

অর্থাৎ, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, "তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।" উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম উল্লেখ করেছেন।" একথা শুনে উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন।

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ...﴾ [সূরা ৯৮; আল-বাইয়্যিনাহ] পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১]

***

১. সহীহ বুখারী: ৪৫৯৬।

[৬]

তিনি ﷺ অন্যদের থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "(হে আবদুল্লাহ!) আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো? অথচ, আপনার উপরেই তা অবতীর্ণ করা হয়েছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, "আমি অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতে ভালোবাসি।" তখন আমি তার সামনে সূরা নিসা পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে আসলাম... (অর্থ), 'তখন তাদের কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং আপনাকেও এসব সম্পর্কে এই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ করব ...।' তখন তিনি রাসূলুল্লাহ বলে উঠলেন, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামো!" আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম, তাঁর চোখ দুটো থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।[১]

১. সহীহ বুখারী: ৫০৫৫।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

«لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ»

"গত রাতে আমি যখন মনোযোগ দিয়ে তোমার তিলাওয়াত শুনছিলাম, তখন যদি তুমি আমায় দেখতে (তাহলে কতই না খুশি হতে)!"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৭৯৩।

[৭]

তিনি ﷺ রামাদান মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ.

অর্থাৎ, রামাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখিনি।[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ১৬০১।

[৮]

তিনি ﷺ সাহাবীদেরকে কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতেন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো।"[১]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟» فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».

আবূ সাঈদ রাফে ইবনুল মুয়াল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাবার পূর্বেই কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদাসম্পন্ন

১. সূরা ৬২; জুমআ ২।

সূরাটি কি আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো না?" এই বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমায় বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাটি শিখিয়ে দেবো।"

তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা)। এটি হচ্ছে, السَّبْعُ الْمَثَانِيْ (অর্থাৎ, সালাতে বারংবার পঠিত সপ্ত আয়াত) এবং এটিই হচ্ছে মহান কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে।"[১]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مِنَ الْقُرْآنِ سُوْرَةٌ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾»

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরআনে একটি সূরা রয়েছে, যার ত্রিশটি আয়াত যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সূরাটি হচ্ছে, ﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ (অর্থাৎ, সূরা মূলক)।"[২]

বিশেষ ফযীলতময় সূরা ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাহাবীদের জানিয়ে দিতেন এবং সেগুলো শিখে নেয়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

***

১. সহীহ বুখারী: ৫০০৬।
২. আবূ দাউদ: ১৪০০, তিরমিযী: ২৮৯২। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

[৯]

তিনি ﷺ নিজেই কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

"এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।"[১]

তাই আমরা দেখতে পাই, যদি কোনো আয়াতের ভাষ্য উম্মতের কাছে স্পষ্ট করার প্রয়োজন হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল, ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদেরকে- যারা ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি।"[২] তখন তা মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলআল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম করেনি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্‌মের অর্থ হল শির্ক। তোমরা কি কুরআনে শুননি? লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদানকালে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ "হে আমার প্রিয় ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে শির্ক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্ক এক মহা যুল্‌ম (সীমালংঘন)।"[৩]

***

১. সূরা ১৭; আন-নাহল ৪৪।
২. সূরা ৬; আল-আন'আম ৮২।
৩. সূরা ৩১; লুকমান ১৩। সহীহ বুখারী: ৩৪২৯

REDMI 13
CamScanner

[১০]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আমল ও ইলম শিক্ষা দিতেন

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَمَا نَعْلَمُ الْعَشْرَ الَّتِيْ بَعْدَهُنَّ حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا أُنْزِلَ فِيْ هَذِهِ الْعَشْرِ مِنَ الْعَمَلِ.

অর্থাৎ, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনের দশটি করে আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল আয়ত্বে নিয়ে আসতাম, ততক্ষণ আমরা পরবর্তী দশ আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম না।[১]

***

১. শরহে মুশকিলুল আছার: ১৪৫০, হাদীসটির সনদ হাসান।

[১১]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের অধিক পারদর্শীদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি যাদের কুরআনের উপর অধিক দক্ষতা ছিল, তাদেরকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করতে নির্দেশনা দেন।

সাহাবী আবূ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন,

«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً»

"সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে, যে আল্লাহর কিতাব পাঠে অধিক অভিজ্ঞ এবং তার পাঠে সবার চেয়ে অগ্রগামী।"[১]

তিনি এমনকি শহীদদের কবরস্থ করার সময়ও কুরআনের তিলাওয়াতে পারদর্শী সাহাবীদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দু'দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞাসা করতেন,

«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»

"তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত?"

দু'জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করা হলে তাঁকে কবরে আগে রাখতেন।[২]

***

১. সহীহ মুসলিম: ১৪০৮।
২. সহীহ বুখারী: ১৩৪৩।

REDMI 12
22/04/2026 16:11
CamScanner

[১২]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় সকল কাজে কুরআনকেই অনুসরণ করতেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কাজে কুরআনকে অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ﴾

"বল, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়। বল, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব, তোমরা কি চিন্তা করবে না।"[১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۖ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ﴾

"বলুন, 'আমি তো রাসূলদের মাঝে নতুন কেউ নই (অর্থাৎ, আমিই প্রথম রাসূল নই)। আমি জানিও না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে! আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়, আমি শুধু সেটাই মেনে চলি। একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আমি আর কিছু নই।"[২]

***

১. সূরা ৬; আল-আনআম ৫০।
২. সূরা ৪৬; আহক্বাফ ৯।

[১৩]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আচরণকে কুরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবনাচরণ ছিলো কুরআনের নির্দেশাবলির বাস্তবায়ন। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾

"আর নিশ্চয়ই আপনি এক মহান ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।"[১]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

"(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শেষ দিনের সাফল্যের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ!"[২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র ছিল কুরআন।'[৩]

***

১. সূরা ৬৮; আল-ক্বালাম ৪।
২. সূরা ৩৩; আল-আহযাব ২১।
৩. সহীহ মুসলিম; ১৭৭৩।

REDMI 12
CamScanner

[১৪]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দিতেন

একবার হাবশা থেকে কিছু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

دَعَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ.

فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَاضَتْ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ، ثُمَّ اسْتَجَابُوا لِلهِ، وَآمَنُوْا بِهِ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। যখন তারা কুরআন শুনল, তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো, তারপর তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিল এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলো।[১]

অমুসলিমদের উপর কুরআনের প্রভাবের বর্ণনায় সূরা মায়িদায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ﴾

"(যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে) তারা যখন রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা শোনে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, সত্যকে চিনতে পেরে তাদের চোখে অশ্রুধারা বয়ে যেতে থাকে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনলাম। সুতরাং, আপনি আমাদেরকে সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।"[২]

১. সীরাত ইবন হিশাম- ২/২০৭।
২. সূরা ৫; আল-মায়িদা ৮৩।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে কাফিরের মন ইসলামের দিকে বিগলতি হতো।

আত-তুফায়েল ইবনে আমর আদ-দাউসি সে যুগের একজন উঁচু মানের কবি ও খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে পেছনে তার বাড়িতে প্রবেশ করলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে সব কথা পরিষ্কার করে বললেন। তারপর তিনি সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন। যেটি ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

وَتَلَا عَلَيَّ الْقُرْآنَ فَلَا وَاللهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ وَلَا أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْهُ، فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ

অর্থাৎ, তিনি আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন, তাঁর কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এমন সুন্দর, এমন সঙ্গত কথা আমি আগে আর কোনো দিন শুনিনি। আমি তৎক্ষণাৎ মুসলিম হয়ে গেলাম, সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান আনলাম।[১]

***

১. যাদুল মায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃ- ৫৪৫।

REDMI 12
22/04/2026 16:12
CamScanner

[১৫]

তাঁর ﷺ কুরআন তিলাওয়াত শুনে 'জ্বিন'রা ইসলাম কবুল করেছিলো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করার সময় জ্বিনেরা সেই তিলাওয়াত শুনে ইসলাম কবুল করেছিলো।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ-সহকারে (কুরআন তিলাওয়াত) শুনেছে। অতঃপর তারা (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে) বলেছে যে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি; যা সত্যের দিকে পথ দেখায়। তাই আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। আর কখনো আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।"[১]

এ ঘটনার বর্ণনায় সহীহ বুখারীতে কিতাবুত তাফসীরে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

...فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلَةَ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي

১. সূরা ৭২; আল-জ্বিন ১-২।

إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢﴾، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

অর্থাৎ, ... যারা 'তিহামা'-র উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলো, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন সেখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন মাজীদ শুনতে পেয়ে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে লাগল এবং বলল, 'আসমানী খবর আর তোমাদের মাঝে এটাই তাহলে সত্যিকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে'। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, 'হে আমাদের কওম! "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করব না।" তখন- আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অবতীর্ণ করলেন, "বল, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে।" জিনদের উপরিউক্ত কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।[১]

***

১. সহীহ বুখারী: ৪৯২১।

REDMI 12
CamScanner

[১৬]

তিনি ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন বুঝে-শুনে, উপলব্ধি করে করে

মহান আল্লাহ কুরআনকে শুধু তিলাওয়াতের জন্য নাযিল করেননি। যেহেতু কুরআন হচ্ছে, মানব জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য দিক-নির্দেশনাসম্বলিত গ্রন্থ; সেহেতু এটিকে অবশ্যই জেনে-বুঝে পড়তে হবে। এর নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

"আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য; এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ কি আছে?"[১]

﴿كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

"(হে নবী! এই যে কুরআন) এটি একটি বরকতময় কিতাব; যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করে এবং বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[২]

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

«إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ»

'যখন তিনি তাসবীহ যুক্ত কোনো আয়াতে উপনীত হতেন তখন তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোনো আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন।'[৩]

১. সূরা ৫৪; আল-ক্বামার ১৭।
২. সূরা ৩৮; সোয়াদ ২৯।
৩. সহীহ মুসলিম: ১৬৮৭।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' তিলাওয়াত করলে বলতেন, 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা।'[১]

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ ﴿وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝﴾ وَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا»

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন,

﴿فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا﴾

"অতঃপর তাকে তার পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান দিয়েছেন; (অর্থাৎ, সৎ পথ ও অসৎ পথ, ভালো ও মন্দ সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন)।"[২] তখন তিনি থামতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসে (অন্তরে) তাকওয়া দান করুন এবং এটিকে পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনিই তো একে সর্বোত্তম পরিশোধনকারী।"[৩]

ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেন,

كَانَتْ قِرَاءَتُهُ تَرْتِيْلًا لَا هَذًّا وَلَا عَجَلَةً، بَلْ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، وَكَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً، وَكَانَ يَمُدُّ عِنْدَ حُرُوْفِ الْمَدِّ،

অর্থাৎ, তাঁর তিলাওয়াত ছিলো তারতীলের সাথে; খুব ধীরে না, খুব দ্রুতও না। তিনি প্রতিটি হরফ পৃথকভাবে উচ্চারণ করতেন। প্রতিটি আয়াত পৃথকভাবে তিলাওয়াত করতেন। মদ্দের হরফ উচ্চারণের সময় পরিপূর্ণভাবে মদ্দ আদায় করতেন।

***

১. সুনান আবু দাউদ: ৮৮৩।
২. সূরা ৯১; আশ-শামস ৮।
৩. মু'জামুল কাবীর: ১১০২৮।

REDMI 12
22/04/2026 16:17
CamScanner

[১৭]

তিনি ﷺ তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করতেন

কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি আবেগাপ্লুত হতেন, ক্রন্দন করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾. الْآيَةَ. وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي». وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ.

অর্থাৎ, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ সম্বলিত কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "হে আমার রব! এরা (মূর্তিরা) তো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং, যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই হবে আমার লোক। আর যে আমার অবাধ্য হবে, তাহলে (তার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আপনি তো চাইলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল-দয়ালু।" তারপর ঈসা আলাইহিস সালামের দু'আ সম্বলিত এই আয়াতটি পড়লেন, "(হে আল্লাহ!) আপনি যদি (তাদের কৃতকর্মের জন্য) তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে (দিতেই পারেন। কারণ,) তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি

তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" তারপর দুই হাত তুলে "হে আল্লাহ, আমার উম্মত! আমার উম্মত!" বলে কেঁদে ফেললেন। তখন আল্লাহ জিবরীলকে বললেন, "হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও। যদিও তোমার রব সবই জানেন; তবুও তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কেনো কাঁদছেন?" জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সবই জানেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, "হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে বল, নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না বা কষ্ট দেব না।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ২০২।

QSNMSM-F4
REDMI 12
CamScanner

[১৮]

তিনি ﷺ কুরআন দ্বারা ফায়সালা করতেন

কুরআনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, সেইজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের বিধান দ্বারা ফায়সালা করতেন।

ইরশাদ হচ্ছে-

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا﴾

"আমি এ কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা কিছু জানিয়েছেন সে অনুযায়ী আপনি মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন। আর (বিচার-ফায়সালার সময়) আপনি কখনো বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না।"[১]

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় আপনাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক বানায়। তারপর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে যেনো কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।"[২]

***

১. সূরা ৪; আন-নিসা ১০৫।
২. সূরা ৪; আন-নিসা ৬৫।

[১৯]

তিনি ﷺ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কুরআনী ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতেন

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর (সূরা আল-বাক্বারা'র ১৪৪নং) আয়াতটি নাযিল হল-

﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

"(কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার প্রত্যাশায়) আসমানের দিকে আপনার বারবার তাকানোর বিষয়টা আমি লক্ষ্য করেছি। তাই আমি আপনাকে এমন একটি কিবলার দিকেই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। সুতরাং, এখন থেকে আপনি (সালাত আদায়ের জন্য) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরান।"[১]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আনসারী এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ'র কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সাবিত ইবনু কায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কন্যা। তিনি আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ হন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? আল্লাহর শপথ! এদের সম্পত্তি না থাকলে এদেরকে বিবাহ দেয়া সম্ভব নয়। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, "এদের ফায়সালা আল্লাহই দিবেন"। ইতিমধ্যে সূরা আন-নিসার (১১-১৪নং) আয়াত অবতীর্ণ হলো-

﴿يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ أَوْلَادِكُمْ ...﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ...।"[২]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৫২৭।
২. আবূ দাউদ: ২৮৯১।

REDMI 12
22/04/2026 16:16
CamScanner

[২০]

তিনি ﷺ কখনো উচ্চৈঃস্বরে আবার কখনো নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন

কুরআন তিলাওয়াত এমন একটি ইবাদাত যা ইচ্ছা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে বা নিম্নঃস্বরে করা যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে আবূ কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ:«كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ». فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

"আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আস্তে ক্বিরাআত পড়তেন, না উচ্চৈঃস্বরে ? তিনি বললেন, উভয়টিই করতেন। কখনো আস্তে পড়তেন, আবার কখনো উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি এ ব্যাপারে দু' ধরনেরই সুযোগ রেখেছেন।[১]

***

১. সহীহ শামায়েলে তিরমিযী: ২৪২।

[২১]

তিনি ﷺ সালাতে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন

সালাতের মধ্যে দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান রবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতেন।

বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.

অর্থাৎ, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সূরা আল-বাক্বারাহ শুরু করলেন, আমি মনে করলাম সম্ভবত একশ' আয়াতের মাথায় রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি পড়তে থাকলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা আল-বাক্বারাহ পূর্ণ করে রাকাআত শেষ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা আন-নিসা আরম্ভ করলেন এবং সেটি শেষ করে আলে-ইমরান শুরু করে সেটিও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করে যাচ্ছিলেন। যখন তাসবীহ যুক্ত কোনো আয়াতে উপনীত হতেন তখন তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোনো আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন।[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৭৭২।

REDMI 12
CamScanner

[২২]

তিনি ﷺ সালাতে কখনো সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াতও করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

كُنْتُ أَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِيْ: يَا عُقْبَةُ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا؟ فَعَلَّمَنِيْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَنِيْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ، كَيْفَ رَأَيْتَ؟

আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট চালাচ্ছিলাম। একসময় তিনি আমাকে বললেন, "হে উকবা! লোকেরা যেসকল সূরা তিলাওয়াত করে আমি কি তোমাকে এর মধ্য থেকে সর্বোত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না?" এরপর তিনি আমাকে ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (সূরা ফালাক) এবং ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (সূরা নাস) শেখালেন। কিন্তু এতে আমি তেমন খুশি হয়েছি বলে তাঁর মনে হলো না। পরবর্তীতে তিনি যখন ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করলেন, তখন এই দুইটি সূরা দ্বারাই নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, কেমন বুঝলে, হে উকবা!?[১]

***

১. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৬২।

[২৩]

তিনি ﷺ সালাতে তিলাওয়াতরত অবস্থায় কাঁদতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় কাঁদতেন! হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে দেখি যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়িতে ফুটন্ত পানির মতো কান্নার অস্ফুট আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।[১]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِيْ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ! ذَرِيْنِيْ أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّيْ، قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِيْ حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِيْ حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِيْ حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ...

অর্থাৎ, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "হে আয়েশা! আজকে রাত্রিতে আমাকে ছুটি দাও। আমি রাতটা ইবাদতে কাটাতে চাই।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গ যেমন পছন্দ করি; তেমনি- যেসব জিনিস আপনাকে আনন্দ দেয়, সেগুলোও আমি পছন্দ করি। (অর্থাৎ, ইবাদতে রাত কাটিয়ে যদি আপনি আনন্দ পান, তাহলে তাই করুন)। আয়েশা বলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. নাসায়ী: ১২১৪।

ওয়াসাল্লাম পবিত্র হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। নামাযের মধ্যেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি, তার বুক ভিজে গেল। যখন সেজদায় গেলেন, তখন চোখের পানিতে যমিন ভিজে গেল...।[১]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ.

অর্থাৎ, বদরের দিন মিক্বদাদ ছাড়া আমাদের আর কোনো অশ্বারোহী ছিলো না। আমি দেখেছি, বদরের রাতে আমাদের সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিলো; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটি গাছের নিচে নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। আর এভাবেই তিনি রাত পার করেছিলেন।[২]

***

১. সিলসিলা সহীহাহ ১/১৪।
২. ইবনে হিব্বান ২২৫৭।

REDMI 12

[২৪]

তিনি ﷺ আল্লাহর কিতাবের আমল করার ওসীয়াত করতেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের আমল করার ওসীয়াত করতেন। তালহা ইবনে মুসাররিফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

অর্থাৎ, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসীয়াত করেছেন? তিনি বলেন, না! আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর ওসীয়াত ফরয করা হলো কিংবা ওসীয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করার অসীয়াত করেছেন।[১]

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (অর্থাৎ,) কুরআনকে আঁকড়ে ধরার এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করার ওসীয়ত করেছেন।[২]

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ.

১. সহীহ বুখারী: ২৭৪০।
২. ফাতহুল বারী- ৫/৪৪৩।

22/04/2026 16:18

CamScanner

"হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ। অচিরেই আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত আসবে, আর আমিও তার আহ্বানে সাড়া দিব। (অর্থাৎ- আমি মারা যাব)। আমি তোমাদের নিকট দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা রয়েছে। অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো এবং একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো।" তারপর তিনি কুরআনের অনুসরণের ব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন।[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ২৪০৮।

REDMI 12

[২৫]

তিনি ﷺ তিলাওয়াতকারীর অগোচরে তার তিলাওয়াত শুনতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো থেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেজন্য তিনি অগোচরে তিলাওয়াত শুনতেন।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

অর্থাৎ, আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "গতরাতে আমি যখন তোমার কুরআন পাঠ শুনছিলাম, তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে তাহলে খুব খুশি হতে। তোমাকে তো দাউদ এর মতো সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৭৯৩।

22/04/2026 16:19

CamScanner

[২৬]

তিনি ﷺ রাতে শয়নের আগে সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়তেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাঁর বিছানায় শয়নের আগে সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়ে শরীর মুছে নিতেন।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থাৎ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাতে তাঁর বিছানায় শয়নের আগে নিজের দু'হাতের তালু একত্রিত করতেন, এরপর দু'হাতের তালুতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর, মাথা, চেহারা সম্ভবপর সব কিছুই তিনবার মাসেহ করতেন।[১]

***

১. সুনান আবু দাউদ: ৪৯৭২।

[২৭]

তিনি ﷺ রাতে সূরা আল-বাক্বারা'র শেষ দু'টি আয়াত পড়তেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় সূরা আল-বাক্বারা'র শেষ দু'টি আয়াত পড়তেন এবং সাহাবীদেরকে পড়ার নির্দেশ দিতেন।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

অর্থাৎ, আবূ মাসঊদ আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারা'র শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সেগুলো যথেষ্ট হয়ে যাবে।"[১]

كَفَتَاهُ (তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে রাতে অপ্রীতিকর সকল বস্তুর মোকাবেলায় যথেষ্ট হয়ে যাবে। অথবা, 'কিয়ামুল লাইল' বা তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

***

১. সহীহ বুখারী: ৫০০৯, সহীহ মুসলিম: ৮০৮।

[২৮]

বিশিষ্ট ক্বারীদেরকে তিনি ﷺ বিশেষ মর্যাদা দিতেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট ক্বারীদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ».

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবূ বকর ও উমার তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনু উম্মে আব্দ (আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ)-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।[১]

***

১. সুনানু ইবনু মাজাহ ১৩৮, হাদীসটি সহীহ।

[২৯]

তিনি ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়ে বাড়িঘর চিনতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজে বাড়িঘর চিনতে পারতেন।

আবূ বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ»

"আশ'আরী গোত্রের লোকেরা রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়েই চিনতে পারি এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনতে পারি। যদিও আমি দিবাভাগে তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করতে দেখিনি।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ২৪৯৯।

REDMI 12
22/04/2026 16:20
CamScanner

[৩০]

তিনি ﷺ প্রতিদিন সূরা মূলক ও সাজদাহ পড়তেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন যেসব সূরা তিলাওয়াত করতেন তার মধ্যে সূরা আল-মূলক ও সাজদাহ অন্যতম।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ﴿الٓمٓ تَنْزِيلُ﴾ وَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾.

অর্থাৎ, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা সাজদা এবং সূরা আল-মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না।[১]

***

১. সুনান আত-তিরমিযী: ২৮৯২।

[৩১]

তিনি ﷺ কুরআনের দাওর করতেন

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ.

অর্থাৎ, জিবরাইল আলাইহিস সালাম রামাদানের প্রতি রাতে রামাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ তাকে কুরআন শোনাতেন।[১]

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের মৃত্যু হয়, সে বছর তিনি দু' বার শোনান ও শুনেন।[২]

***

১. সহীহ বুখারী: ১৯০২।
২. ফাতহুল বারি: খ-১, পৃষ্ঠা-৪২।

QNMSM-F-5
REDMI 12
22/04/2026 16:21
CamScanner

[৩২]

তিনি ﷺ দাঁড়ানো ও বসা সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন

ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمُتَوَضِّئًا وَمُحْدِثًا وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

অর্থাৎ, তিনি দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওযূ অবস্থায়, ওযূ না থাকা অবস্থায়; সর্বাবস্থায়, কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একমাত্র জানাবত ছাড়া আর কিছুই তাকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারতো না।[১]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করতেন।[২]

আর যিক্‌রের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত।

***

১. যাদুল মা'আদ- ১/৪৮২-৪৮৪।
২. সহীহ মুসলিম: ৩৭৩।

[৩৩]

তিনি ﷺ তিলাওয়াতের শুরুতে أَعُوْذُ بِاللهِ পড়তেন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ﴾

"সুতরাং, যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নেবেন।"[১]

ইবনুল মুনযির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার সময় «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ» বলতেন।[২]

***

১. সূরা ১৬; আন-নাহল ৯৮।
২. দারে কুতনী।

REDMI 12
22/04/2026 16:22
CamScanner

[৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উষ্ট্রের উপর (বাহনে) বসেও তিলাওয়াত করতেন

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝٢﴾ قَالَ: فَقَرَأَ وَرَجَّعَ.

অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষ্ট্রের উপর বসা অবস্থায় তিলাওয়াত করতে শুনেছি-

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝٢﴾

"(হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট-প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি। যাতে আল্লাহ আপনার পূর্বাপর (অতীত ও ভবিষ্যতের) সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন, আপনার উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তারজী[১] করে পড়ছিলেন।[২]

***

১. তারজী হলো, নিম্ন ও উচ্চস্বরে টেনে টেনে মধুর কণ্ঠে পড়া।

২. সহীহ বুখারী: ৪২৮১।

[৩৫]

তিনি ﷺ কুরআনের মাধ্যমে অন্তরের ফায়দা হাসিলের জন্য দু'আ করতেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে প্রাণবন্ত করার জন্য দু'আ করতেন এভাবে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ

"হে আল্লাহ! তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার বক্ষের নূর (জ্যোতি), আমার দুঃখ নিবারণকারী এবং দুশ্চিন্তা অপসারণকারী।"[১]

***

১. মুসনাদে আহমাদ: ৩৭১, হাদীসটি সহীহ।

REDMI 12
22/04/2026 16:23
CamScanner

[৩৬]

তিনি ﷺ নিজ ঘরে তিলাওয়াত করতেন

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিজের ঘরকে আলোকিত করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বিরাআত এমন হতো যে, তিনি যখন তাঁর ঘরে বসে পড়তেন, তখন বারান্দা থেকে তা শোনা যেত।[১]

তিনি বাসা-বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

"তোমরা তোমাদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। (জেনে রেখো!) যে ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে।"[২]

***

১. আবূ দাউদ: ১৩২৯।
২. সহীহ মুসলিম: ৭৮০।

[৩৭]

তিনি ﷺ একটি হিযব (অংশ) প্রতিদিন তিলাওয়াত করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন কুরআনের একটি অংশ তিলাওয়াত করতেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ... فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ... فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ. قَالَ: «إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ». قَالَ أَوْسٌ: فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ.

অর্থাৎ, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি প্রতি রাতে এশার সালাতের পর আমাদের নিকট আসতেন এবং তাঁর দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। ...

এক রাতে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে আমাদের নিকট এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাতে আপনি আমাদের নিকট বিলম্বে এসেছেন! তিনি বলেন, "আমার কুরআনের কিছু তিলাওয়াত বাকি ছিলো, তা শেষ না করা পর্যন্ত বের হওয়া আমার পছন্দ হয়নি।"

REDMI 12
CamScanner

আওস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কিভাবে কুরআনের অংশ নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন? তারা বলেন, প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগারো সূরা, ষষ্ঠ দিন তেরো সূরাহ এবং সপ্তম দিন হিযবুল মুফাসসাল হতে শেষ অংশ।[১]

***

১. ইবনে মাজাহ: ১৩৪৫, হাদীসটি যয়ীফ।

[৩৮]

সাহাবীদের তিলাওয়াত শুনে তিনি ﷺ প্রশংসা করতেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের তিলাওয়াত শুনে প্রশংসা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

...لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِيْ «أَحْسَنْتَ»

অর্থাৎ, এ সূরা (ইউসুফ)-টি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "খুব সুন্দর পড়েছ।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ১৭৪০।

REDMI 12
CamScanner

[৩৯]

সাহাবীর তিলাওয়াত শুনে তিনি ﷺ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন

সাহাবীদের সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুগ্ধ করত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ «أَيْنَ كُنْتِ» . قُلْتُ كُنْتُ أَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ. قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا»

অর্থাৎ, তিনি (আয়েশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক রাতে আমি এশার পর খানিকটা বিলম্বে ঘরে আসি। তিনি বলেন, "তুমি কোথায় ছিলে?" আমি বললাম, আমি আপনার সাহাবীদের একজনের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি কখনো তার মতো সুকণ্ঠ কারো তিলাওয়াত শুনিনি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াতের কথা শুনতেই উঠে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "এ তো আবূ হুযাইফাহ'র মুক্তদাস সালিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।"[১]

***

১. সুনান ইবন মাজাহ: ১৩৩৮।

[৪০]

তিনি ﷺ সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। এ বিষয়ে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন থেকে এবং মানুষের বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। শেষ পর্যন্ত الْمُعَوِّذَتَانِ (অর্থাৎ, আল-ফালাক ও আন-নাস সূরা দুটো) নাযিল হয়। এ দুটো নাযিল হওয়ার পর তিনি আশ্রয় প্রার্থনার জন্য এ দুটোকে গ্রহণ করে নিলেন এবং অন্য সবকিছু পরিহার করলেন।[১]

***

১. সুনান তিরমিযী: ২০৫৮।

REDMI 12
22/04/2026 16:28
CamScanner

[৪১]

কয়েকটি সূরার প্রভাবে তিনি ﷺ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বার্ধক্যের ব্যাপারে কয়েকটি সূরার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ».

অর্থাৎ, তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, একদা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চুল তো সাদা হয়ে গিয়েছে। আপনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সূরা হূদ, ওয়াক্বিয়া, মুরসালাত, عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এবং إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ। এই সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।"[১]

***

১. সুনান তিরমিযী: ৩২৯৭।

[৪২]

তিনি ﷺ কুরআন হিফ্য করার মাধ্যমে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ»

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে নিরাপদ রাখা হবে।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৮০৯।

[৪৩]

তিনি ﷺ কুরআন সংরক্ষণ ও স্মরণ রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন

আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَعَاهَدُوا هٰذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»

"তোমরা এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ করো (অর্থাৎ, নিয়মিত পড়ো এবং চর্চা করো)। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ। উট যেমন তার রশি থেকে দ্রুততম সময়ে বেরিয়ে যেতে পারে, কুরআন তার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত স্মৃতি থেকে মুছে যেতে পারে।"[১]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»

"কুরআনওয়ালা তথা হাফেজে কুরআন হলো, বেঁধে রাখা উটের মতো। বাঁধার পর মালিক যদি যথাযথভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহলে সে ঠিকমতো বাঁধা থাকবে। ঢিল দিলে সে ঠিকই পালিয়ে যাবে।"[২]

***

১. সহীহ বুখারী: ৫০৩৩, সহীহ মুসলিম: ৭৯১।
২. সহীহ বুখারী: ৫০৩১, সহীহ মুসলিম: ৭৮৯।

[৪৪]

তিনি ﷺ কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল পর্যায়ে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَعَلَيْكُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»

"তোমরা কুরআন শিক্ষা করো। কেননা, কুরআন কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। তোমাদের জন্য উচিত উজ্জ্বল দুটি সূরা অর্থাৎ সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান পড়া, কেননা সূরা দুটি কিয়ামতের দিন দুই খণ্ড মেঘ, দুটি ছায়া অথবা দুই ঝাঁক পাখি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সূরা দুটি তার পাঠকের পক্ষে কথা বলবে। তোমাদের জন্য উচিত হলো সূরা বাকারা পাঠ করা। কেননা, এটি গ্রহণে বারাকাহ রয়েছে এবং এটি পরিত্যাগে রয়েছে পরিতাপ, আর বাতিলপন্থী তথা যাদুকরেরা এর মোকাবিলা করতে পারে না।"[১]

***

১. সহীহ ইবন হিব্বান: ১১৬।

CamScanner

[৪৫]

তিনি ﷺ আয়াতুল কুরসী পাঠ করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ».

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না।"[১]

***

১. সহীহুল জামে: ৬৪৬৪।

[৪৬]

তিনি ﷺ কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

"কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তার অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"[১]

***

১. সহীহ ইবনে হিব্বান: ১২৪।

QSNMSM-F-6
REDMI 12
22/04/2026 16:29
CamScanner

[৪৭]

তিনি ﷺ কুরআন তিলাওয়াত ও হিফ্‌যের মাধ্যমে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا».

"কুরআনওয়ালাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। ঠিক সেইভাবে ধীরস্থিরভাবে পড়তে থাকো, যেভাবে দুনিয়ায় পড়তে। কেননা, জান্নাতে তোমার স্থান ঠিক সে উচ্চতায় হবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতটি পড়েছো।"[১]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الٓمٓ حَرْفٌ، وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, সে একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ এবং 'মীম' একটি বর্ণ।"[২]

***

১. আবূ দাউদ: ১৪২৪, সুনান তিরমিযী: ২৯১৪।
২. সুনান তিরমিযী: ২৯১০।

[৪৮]

তিনি ﷺ কুরআন শিক্ষাদানকারীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।"[১]

***

১. সহীহ বুখারী: ৫০২৭।

CamScanner

[৪৯]

তিনি ﷺ কুরআনকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনকে ইসলামী শরীআতের প্রধান উৎস হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ»

"আমি তোমাদের মাঝে এমন এক কিছু রেখে যাচ্ছি- যা তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনো বিপথে যাবে না। তা হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ (আল-কুরআন)।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ১২১৮।

[৫০]

কুরআন তিলাওয়াত করে তিনি ﷺ কাফিরদের মন আকৃষ্ট করতেন

কাফিররা কুরআনের বিরোধিতা করলেও গোপনে গোপনে তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতো। একদিন রাতে আবু সূফিয়ান, আবু জাহল এবং আখনাস বিন শুরাইক-এই তিনজন শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠ শ্রবণের কৌতূহল কোনোভাবেই চেপে রাখতে না পেরে গোপনে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় তিনি নিজের বাড়িতে তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন পড়ছিলেন।

এই তিনজনের প্রত্যেকে এমন একটি জায়গা নিয়ে বসে পড়লো, যেখান থেকে সহজেই তিলাওয়াত শুনা যায়; কিন্তু নিজেদের অবস্থা গোপন থাকে। তারা এমন দূরত্বে অবস্থান করছিলো যে, কে কোথায় বসেছে তা কেউ জানতে পারেনি। রাতভর তারা পরম আগ্রহ সহকারে কুরআন পাঠ শুনলো। সকালে বাড়ির দিকে ফেরার পথে পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো। ফলে সবার কাছেই সবার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়লো।

প্রত্যেকে পরস্পরকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো, "ছি ছি! এ কাজ আর কখনে করো না। তোমাদের বখাটে চেলা-চামুণ্ডাদের কেউ যদি তোমাদের এভাবে দেখে ফেলে, তাহলে আর রক্ষা নেই। তারা একটা খারাপ ধারণা নিয়ে বসবে।" তারপর সবাই চলে গেল।

তারা মুখে একথা বললেও কুরআনের প্রতি আকর্ষণের কারণে পরদিন রাতে আবার তিনজনই নিজ নিজ জায়গায় এসে বসলো এবং সারারাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পড়া শুনলো। সকাল বেলা আবার পরস্পরের সাক্ষাৎ এবং একই ধরনের আলাপ বিনিময় হলো। তারপর সবাই চলে গেল।

তৃতীয় দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবার তারা চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকার করলো যে, এমন কাজ আর কখনো করবে না। তারপর সবাই বিদায় নিলো।

কুরআনের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব এর সামনে শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে পরদিন সকালে একত্রিত হয়ে তারা ঘোষণা দিল যে,

وَاللهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نُصَدِّقُهُ

"আল্লাহর কসম, আমরা তার উপর কখনো ঈমান আনবো না এবং কক্ষনো তাকে স্বীকৃতি দেব না।"[১]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে কাফিররাও সিজদায় পড়ে গিয়েছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

অর্থাৎ, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন্-নাজ্ম তিলাওয়াত করেন, অতঃপর সিজদা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকি ছিলো না, যে তাঁর সঙ্গে সিজদা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কঙ্কর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (বর্ণনাকারী বলেন,) পরে আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।[২]

***

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৫।
২. সহীহ বুখারী: ১০৭৯।

[৫১]

খুতবায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতেন

জুমআর খুতবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে অনেক মানুষ হেদায়েত হয়। আর হেদায়াতের বাণী হলো, আল-কুরআন।

জাবির বিন সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবাতে কুরআন হতে আয়াত পাঠ করে জনগণকে নসীহত করতেন।[১]

***

১. বুলুগুল মারাম: ৪৫৯।

[৫২]

তিনি ﷺ সূরা আল-বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান পড়ার ওসীয়াত করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনের সূরা আল-বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান পাঠ করার বিশেষ ফযিলাত বর্ণনা করে সেগুলো পাঠের ওসীয়াত করেছেন।

নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

"কিয়ামতের দিন কুরআন এবং দুনিয়ায় কুরআন অনুযায়ী আমলকারীদেরকে আনা হবে। সূরা আল-বাক্বারাহ এবং সূরা আলে-ইমরান তার আগে আগে থাকবে, তারা তাদের পাঠকদের পক্ষ নিয়ে (আল্লাহর সাথে) বিতর্কে লিপ্ত হবে।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৮০৫।

[৫৩]

তিনি ﷺ ঘুম থেকে উঠে সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، ... فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ.

অর্থাৎ, একদা তিনি তার খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরে রাত কাটান। (তিনি বলেন,) আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শয়ন করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করলেন। পরে তিনি সূরা আলে ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।[১]

***

১. সহীহ বুখারী: ৯৯২।

[৫৪]

তিনি ﷺ সূরা কাফিরূন পড়ার ওসীয়াত করেছেন

সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো শির্ক। শির্ক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-কাফিরূন পড়ার ওসীয়াত করেছেন।

ফারওয়াহ ইবনু নাওফিল তার পিতা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র সূত্রে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَجِيْءُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيْ شَيْئًا أَقُوْلُهُ عِنْدَ مَنَامِيْ. قَالَ: فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا، بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোন্ প্রয়োজন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে?" তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট এসেছি এজন্য যে, আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় (দু'আ বা যিকির) শিখিয়ে দিবেন, যা আমি ঘুমের সময় পড়তে পারি। তিনি বললেন,

"যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (সূরাতুল কাফিরূন) পাঠ করবে, এরপর তুমি তা শেষ করে ঘুমাবে। কেননা, এ সূরা শির্ক থেকে মুক্তিদানকারী।"[১]

***

১. সুনান আদ-দারেমী: ২৩। হাদীসটি সহীহ।

[৫৫]

কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয় তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিগুণ সাওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ».

"যে বিশুদ্ধভাবে, দক্ষতার সাথে, ঝরঝরে গলায় কুরআন পাঠ করতে পারে, কিয়ামাতের দিন সে মহাসম্মানিত, সম্ভ্রান্ত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কষ্ট করে কুরআন পড়ে (ঝরঝরে গলায় পড়তে না পারার কারণে) বারবার জিহ্বা আটকে যায়, তদুপরি সে এই কষ্ট উপেক্ষা করে তিলাওয়াত চালিয়ে যায়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার (একটি তিলাওয়াতের জন্য, অপরটি হলো, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যের সাথে সেই কষ্ট সহ্য করার জন্য)।"[১]

***

১. সহীহ বুখারী: ৪৯৩৭, সহীহ মুসলিম: ৭৯৮।

[৫৬]

তিনি ﷺ কুরআনের মাধ্যমে জাতির সামগ্রিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»

"মহান আল্লাহ এই কিতাবের (কুরআন মজীদ) মাধ্যমে বহু জনগোষ্ঠীকে সম্মানিত করেন এবং এরই দ্বারা বাকিদের পতন ঘটান।"[১]

অর্থাৎ, কুরআন অধ্যয়নকারী এবং এর বাস্তবায়নকারী জাতিসমূহকে তিনি যেমন সুউচ্চ মর্যাদায় আরোহণ করান, তেমনিভাবে এর অবাধ্য জাতি-গোষ্ঠীকে তিনি ধ্বংস করে দেন।

***

১. সহীহ মুসলিম: ৮১৭।

[৫৭]

তিনি ﷺ মধুর সুরে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন

আবূ লুবাবা বশীর ইবনে আব্দুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا»

"যে ব্যক্তি সুমধুর স্বরে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১]

***

১. আবূ দাউদ: ১৪৭১।

[৫৮]

তিনি ﷺ সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِيْ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ﴾ «إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ﴾ তথা সূরা ইখলাস সম্পর্কে বলেন, "নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।"[১]

***

১. সহীহ মুসলিম: ৮১২।

[৫৯]

তিনি ﷺ কুরআনের মজলিসে সমবেত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ».

"যখনই কোনো একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে পর্যালোচনা করে, তখন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফেরেশতারা তাদেরকে নিজেদের ডানার ছায়ায় ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ স্বয়ং তার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতামণ্ডলীর মাঝে তাদের কথা আলোচনা করেন।"[১]

কুরআনের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী চমৎকার সম্পর্ক ছিলো! আমরা যারা তার উম্মাত হিসাবে দাবি করে থাকি, তাদেরকেও কুরআনের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক রাখার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনের সাথে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তোলার তাওফীক দিন। আমীন!

***

১. সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯।

[৬০]

তিনি ﷺ কিয়ামাতের দিন কুরআনের পক্ষে সাক্ষী হবেন

কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন যারা কুরআনকে অবহেলা করেছে, যা কুরআনেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا﴾

"রাসূল বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল।"[১]

আবূ মালিক আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»

"কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে সনদ বা সাক্ষ্যস্বরূপ।"[২]

অতএব, প্রমাণ হয় যে, কুরআন ও নবী উভয়েই কিয়ামাতের দিন সাক্ষ্য দিবেন।

সমাপ্ত

১. সূরা ২৫; আল-ফুরকান ৩০।
২. সহীহ মুসলিম: ২২৩।

REDMI 12
CamScanner